সংবাদ

তারিখ 27 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

স্কুল জাতীয়করণে রৌমারী শিক্ষা অফিসের দুর্নীতি

অস্তিত্বহীন স্কুল বেড়েই চলেছে

প্রতিনিধি, রৌমারী (কুড়িগ্রাম)

রৌমারীতে অস্তিত্বহীন স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শিক্ষক নেই, শিক্ষার্থী নেই, জমি নেই, ঘর নেই তবে আছে কমিটি ও স্কুল। সেটি শুধুমাত্র খাতায়-কলমে বিদ্যমান। সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের সরকারি আশ্বাসে শিক্ষা অফিসের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রত্যক্ষ মদতে স্থানীয় কিছুসংখ্যক টাউট-বাটপার স্কুলবাণিজ্য খুলে বসেছে। এমনই একটি স্কুলের নাম ওকড়াকান্দা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষা, অফিস কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে এমন অস্তিত্বহীন ও আজগবি স্কুল দেখাতে পারেন এটাই তার প্রমাণ। রৌমারী উপজেলা শিক্ষা অফিসের সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম ও উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক (ইউডিএ) আবুল হাশেম এর দুর্নীতির বদৌলতে উপজেলায় গড়ে উঠেছে এমন আরও অনেক অস্তিত্বহীন ও ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠান। বিনিময়ে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। এর মধ্যে ওকড়াকান্দা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিমলাকান্দি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যাদুরচর চাক্তাবাড়ী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে শীর্ষে। কাগুজে গড়ে তুলা এসব প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে সব ধরনের সহযোগিতা করে চলেছে শিক্ষা অফিস। সরকারি বিধি বিধানকে বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে দুর্নীতিবাজ এসব কর্মকর্তা, কর্মচারী মাসের পর মাস বছরের পর বছর নানা অপকর্ম করে গেলেও নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় শিক্ষা প্রশাসন।

জানা গেছে, ২০০৩ সালে ওকড়াকান্দা গ্রামের দারাজ উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি ৩৩ শতাংশ জমি ওকড়াকান্দা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে ওয়াকফো করেন। এরইমধ্যে জমিদাতা দারাজ উদ্দিনের মৃত্যু হলে ভাগবাটোয়ারা হয়ে যায় পৈত্রিক সম্পত্তির। ফলে স্কুলে দানকৃত ওই ৩৩ শতাংশ জমি দারাজ উদ্দিনের ছেলে আবদুস সালামের ভাগে পড়ে। দীর্ঘদিনেও স্কুলের কোন কার্যক্রম চালু না হলে আবদুস সালাম ওই জমির এক অংশে বসতি স্থাপন ও বাকি অংশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগান। সম্প্রতি ওই স্কুলের নামে মিলন মিয়া (রোল নং ১০৬৮), তোহা মিয়া (রোল নং ১০৬৯), মনি আক্তার (রোল নং ১০৭০), মিতা পারভীন (রোল নং ১০৭১) ও দিশা মনি (রোল নং ১০৭২) নামের ৫ পরীক্ষার্থী শৌলমারী এমআর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে চলতি গিইসি পরীক্ষায় অংশ নিলে বেরিয়ে আসে থলের বিড়াল। জমির মালিক আবদুস সালাম খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, কে বা কারা তলে তলে খাতায় কলমে স্কুলটি জারি রেখেই চলেছেন। আর এ কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছে রৌমারী উপজেলা শিক্ষা অফিসের দুর্নীতিনিবাজ শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

এ নিয়ে গত ২৪নভেম্বর রৌমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেন আবদুস সালাম। অভিযোগে তিনি বলেন, ওই জায়গায় স্কুলের কোনো অস্তিত্ব নেই। এ কাজে শিক্ষা অফিসসহ জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও করেন তিনি। গতকাল শনিবার সকালে সরেজমিনে উপজেলার শৌলমারী ইউনিয়নের ওকড়াকান্দা এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানো রয়েছে। গাছ বাগানের পূর্ব পাশে রৌমারী টেকনিক্যাল কলেজ নামের এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাগানের পশ্চিম অংশে কয়েকটি বসতঘর। এ সময় কথা হয় ওই জমির মালিক আবদুস ছালামের সাথে। তিনি জানান, বাবা স্কুল ঘর তুলার জন্য জমি দান করলেও ওই জমিতে কোনো প্রতিষ্ঠান না করায় গাছ রোপন করি ও বসতঘর তুলে বাস করছি। ওই এলাকায় ওই নামে কোন স্কুল দেখা তো দূরের কথা, কখনো নামও শুনা যায়নি বলে জানান, ওই এলাকার তমছের আলী, আশরাফ আলী, আবদুস সাত্তারসহ অনেকে। এ বিষয়ে উপজেলার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের মুখোমুখি হলে তিনি বলেন, এসব স্কুল এভাবেই করা হয়। উপজেলায় তৃতীয় পর্যায়ের এরকম মোট ১৭টি স্কুল রয়েছে।

পাঁচজন পরীক্ষার্থী ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে পরীক্ষা অংশ নিচ্ছে এমন বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মামুন তালুকদার বলেন,এ ঘটনায় শিক্ষা অফিসকে তদন্ত করে রোববার (২৭ নভেম্বর) এর মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলেছি। দোষ প্রমাণ হলে জড়িতদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হবে।